ঝিনাইদহে সংরক্ষিত আসনে আলোচনায় কামরুন নাহার লিজি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের নিরঙ্কুশ জয়ের পর এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সংরক্ষিত নারী আসন। জাতীয় সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনের বণ্টন নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক সমীকরণ। এর মধ্যে ঝিনাইদহ থেকে সংরক্ষিত আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের দৌড়ে রয়েছেন জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী অধ্যক্ষ কামরুন নাহার লিজি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিএনপির হাইকমান্ড দীর্ঘদিনের ত্যাগী, রাজপথে সক্রিয়, শিক্ষিত ও অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তির নেত্রীদের অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই মানদণ্ডে ঝিনাইদহে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছেন জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ও জেলা বিএনপির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কামরুন নাহার লিজি।

জানা যায়, ঝিনাইদহ শহরতলীর মুক্তিযোদ্ধা মসিউর রহমান ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামরুন নাহার আওয়ামী শাসনামলে রাজপথের বিভিন্ন আন্দোলনে সম্মুখসারিতে ছিলেন। মিছিল-মিটিংয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে তাকে ও তার পরিবারকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়েছে। তবুও তিনি দলীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

তার রাজনৈতিক জীবনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। ২০০৮ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের সময় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় জড়ানো হয় তাকে। ২০১৩ সালে দলীয় কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে গুরুতর আহত হন। একই বছরে তাকে অবৈধভাবে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। দীর্ঘ চার বছর চাকরিচ্যুত থাকাকালীন সময়েও বিএনপির আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন তিনি। নারী নেত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে একাধিক নাশকতার মামলা করা হয়। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রেসিডিয়াম সদস্যের দায়িত্ব পালন করছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শিক্ষিত ও ত্যাগী নারী নেত্রী হিসেবে অধ্যক্ষ কামরুন নাহার লিজির মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কামরুন নাহার লিজি বলেন, “ছাত্রজীবন থেকেই শহীদ জিয়ার আদর্শ এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আপসহীন নেতৃত্বের অনুসারী। দীর্ঘ এক

যুগেরও বেশি সময় রাজপথে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলাম। দল যদি আমার ত্যাগের মূল্যায়ন করে, তবে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ঝিনাইদহের মানুষের সেবা করতে চাই। বিশেষ করে নারীদের অধিকার আদায় এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করে যাব।”

ঝিনাইদহে বিএনপির তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মাঝেও কামরুন নাহার লিজিকে নিয়ে ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে।

শিশু তাবাসসুম হত্যাকারীর ফাঁসির দাবীতে কালীগঞ্জে নারীদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ৫ বছরের শিশু তাবাসসুম হত্যার প্রতিবাদ ও হত্যাকারীর ফাঁসির দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে।

রোববার সকালে উপজেলার বারবাজার বাসস্ট্যান্ডে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে স্থানীয় নারীসমাজ। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসীরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে নারী সমাজের সভানেত্রী সামলা খাতুন, সেক্রেটারী রেহেনা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবা খাতুনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা হত্যাকারী আবু তাহেরকে দ্রুত বিচারের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

উল্লেখ, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি নিখোঁজ হওয়ার পরের দিন সকালে উপজেলার বাদুরগাছা গ্রামের আব্দুল জব্বার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশু তাবাসসুমের মরদেহ উদ্ধার করে পুলশ। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়া থেকে অভিযুক্ত আবু তাহেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধর্ষণ মামলায় যারা জড়িত, তাদের যদি কেউ আশ্রয় দেয় তাদের শেকড় উপড়ে ফেলা হবে

ধর্ষণ মামলায় যারা জড়িত, তাদের যদি কেউ আশ্রয় দেয় তাদের শেকড় ধরে উপড়ে ফেলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান।

তিনি বলেন, নরসিংদী ও ঝিনাইদহের শিশু তাবাচ্ছুম ধর্ষণ ও হত্যা মামলাসহ সব ধর্ষণ ও হত্যা মামলাকে আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি। তিনি আরও বলেন, মাগুরার চাঞ্চল্যকর আছিয়া হত্যাকাণ্ডের সময় আমি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। দ্রুত আছিয়া হত্যার বিচার সম্পন্ন করা হয়েছে। নরসিংদী ও ঝিনাইদহের শিশু তাবাসসুম হত্যা মামলাও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে এবং দ্রুত বিচার সম্পন্ন হবে।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলার সংসদ সদস্য ও জেলায় কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান আরও বলেন, আজকের পর থেকে ঝিনাইদহে যারা চাঁদাবাজি, কমিশন বাণিজ্য, হুমকি-ধামকি ও রাজনৈতিক দলাদলি করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপনারা আমাকে জানাবেন। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও মাদক নির্মূলে আমরা সবাই মিলে কাজ করব।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সাংবিধানিকভাবে ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। আগামী সংসদের প্রথম অধিবেশনেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রত্যেকটি অধ্যাদেশ আমরা বিল আকারে পেশ করব।

তিনি আরও বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের তাজা রক্তের বিনিময়ে

দেশে একটি নির্বাচন হয়েছে, আমরা একটি সরকার পেয়েছি। জুলাই শহীদদের অমর্যাদা হয় বা তাদের আত্মা কষ্ট পায় এমন কোনো কর্মকাণ্ড এই সরকার মেনে নেবে না। অভ্যুত্থান চলাকালে যে বা যারা যতটুকু অপরাধ করেছে, তাকে সেই অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হবে। ফ্যাসিস্ট ও গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের আইনগত প্রক্রিয়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

দুর্নীতি বন্ধে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কঠোর অবস্থানের নির্দেশনা দিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, এই সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে। যারা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হবে, তাদের শুধু চাকরিই যাবে না; তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার পাশাপাশি দুদকের মাধ্যমে দুর্নীতির মামলাও দায়ের করা হবে। জনগণের জন্য উন্নয়ন ও অবকাঠামো খাতে বরাদ্দকৃত প্রতিটি টাকার হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেওয়া হবে। কেউ যদি এক পয়সা কমিশন নেয় বা দুর্নীতি করে, তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহের সড়ক ও অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উন্নয়নমূলক কাজের মানের ব্যাপারে এখন থেকে আর কোনো আপস করা হবে না। কোনো ঠিকাদার যদি সড়ক ও সরকারি বরাদ্দের অবকাঠামো নির্মাণকাজে অনিয়ম, দুর্নীতি ও কমিশন বাণিজ্য করে, তাহলে ওইসব ঠিকাদারের লাইসেন্স আইনগত প্রক্রিয়ায় বাতিল করা হবে।

ঝিনাইদহে চাঁদাবাজি বন্ধ না করলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

ঝিনাইদহ পৌরসভার হাটবাজারে অতিরিক্ত খাজনা আদায় ও খাজনার নামে চাঁদাবাজি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

ইজারাদারের বিরুদ্ধে খাজনার নামে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে শহরের নতুন হাটখোলা বাজারে সংবাদ সম্মেলন করেন ব্যবসায়ীরা।

এ সময় বাজারের মাছের আড়ৎদার বাদশা বুলবুল, আব্দুল করিম মিয়া; কাঁচামালের আড়ৎদার হুমায়ন কবির কল্লোল এবং গোস্ত ব্যবসায়ী মিজানুর রহমানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ীরা দাবি করেন, জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার দোহাই দিয়ে এবং ইজারামূল্য অতিরিক্ত নির্ধারণের অজুহাতে ইজারাদার খেয়ালখুশিমতো খাজনা আদায় করছেন। খাজনার রশিদ ছাড়াও ইজারাদার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতি মাসে চাঁদা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ করা হয়।

বাদশা মিয়া ও হাফিজুর রহমান নামে দুই ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, আগে এক মণ কাঁচামালে চার টাকা খাজনা ছিল। এখন সেই খাজনা প্রতি মণে ১৬০ টাকা দিতে হচ্ছে। চটের খাজনা আগে ১৫ থেকে ২০ টাকা ছিল, এখন দ্বিগুণ আদায় করা হচ্ছে। একজন গৃহস্থ চারটি কদু বিক্রি করতে এসে ৫০ টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

কুরবান আলী ও হাবিবুর রহমান বলেন, একটি ছাগল বিক্রি হলে দুই হাজার টাকা খাজনা আদায় করা হচ্ছে। অথচ আগে এত টাকা খাজনা দিতে হয়নি। খাজনা আদায়ের রশিদ না দিয়েই জোর করে টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে সাধারণ ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন।

ব্যবসায়ীরা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, তাদের অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রশাসন যদি খাজনার নামে বেপরোয়া চাঁদাবাজি বন্ধ না করে, তবে হাটবাজার বন্ধ করে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

ইজারাদার আক্তার হোসেন ব্যবসায়ীদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আগে যেমন খাজনা আদায় করা হতো, এখনো সেই নিয়মেই খাজনা আদায় হচ্ছে। নিয়মের বাইরে কিছু করা হচ্ছে না। ঝিনাইদহ পৌরসভাকে খাজনার সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য একাধিকবার বলা হলেও তারা তা দেয়নি। এ কারণে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, খাজনার নামে ইজারাদারের লোকজন যদি অতিরিক্ত টাকা আদায় করে, তবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক টাকাও যাতে বেশি নিতে না পারে, সে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, ব্যবসায়ীরা লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে হাটের ইজারা বাতিল করা হবে।

[redacted]

[redacted]

চেষ্টা চললে তা কঠোর হস্তে দমনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া তরুণ সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয় এবং উপজেলার হাট-বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে পুলিশি টহল বৃদ্ধির ওপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে বিড়ি খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ; আহত ২

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় রোজার মাসে প্রকাশ্যে বিড়ি খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে ২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

গত শুক্রবার বিকেলে উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের গোপীনাথপুর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেদিন বিকাল ২টার দিকে নাজিম উদ্দীনের বিড়ি খাওয়াকে কেন্দ্র করে আফজাল মালিতার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে আফজাল মালিতার লোকজন দলবদ্ধ হয়ে এসে নাজিম উদ্দীন (৫৫) ও তার ছেলে মশিয়ার রহমানকে
(২৫) মারধর করে আহত করে।

পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি (তদন্ত) অসিত কুমার জানান, “আমরা ঘটনাটি শুনেছি, তবে থানায় কোনো মামলা হয়নি। মামলা হলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

এক পরিবারের দুজনসহ নিহত ৭

কুষ্টিয়ায় গ্যাসবাহী লরির সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কা লেগে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার বেলা দেড়টার দিকে কুষ্টিয়া বাইপাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার খাজানগর গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের দুই স্ত্রী আমেনা খাতুন (৭৫) ও কমেলা খাতুন (৭০), আমেনার জামাতা রাজশাহীর বাঘা উপজেলার চক রাজাপুর গ্রামের জাকারিয়া এবং খাজানগর এলাকার আশরাফুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী শিরিন খাতুন।পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা দেড়টার দিকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা বাইপাস সড়ক ধরে বটতৈল এলাকায় যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে একটি গ্যাসবাহী লরি পাবনার দিকে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে কুষ্টিয়া স্টোর পাম্পের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারান অটোরিকশার চালক। এতে অটোরিকশাটি উল্টে গিয়ে লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগে এবং অটোরিকশাটি দুমড়ে–মুচড়ে যায়। এতে অটোরিকশায় থাকা পাঁচজনের মধ্যে ঘটনাস্থলে তিনজন মারা যান। অন্য দুজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে সেখানে তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

আমেনা খাতুনের এক স্বজন প্রথম আলোকে বলেন, রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় জাকারিয়ার মেয়ের বিয়ের আয়োজন ছিল। সেই আয়োজন শেষে নিজেই সিএনজি চালিয়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে খাজানগর ফিরছিলেন। পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এদিকে দুর্ঘটনাটির খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে যান জেলা প্রশাসক ইকবাল হোসেন। তিনি নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের সান্ত্বনা দেন। তাঁদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়।

চৌড়হাস হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জয়দেব বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত লরিটি জব্দ করা হয়েছে। তবে এর চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন।ফলো করুন

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হওয়ার খবরে মর্গে যান এক স্বজন। সেখানে তাঁকে আহাজারি করতে দেখা যায়।

কুষ্টিয়ায় গ্যাসবাহী লরির সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কা

সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শাহরিয়ার রহমান শান্ত (৩২) শহরের আরাপপুর পাড়ার দুখি মাহমুদ সড়কের শাহিনের ছেলে এবং টোটন ঝিনাইদহ পৌরছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক এবং ব্যাপারী পাড়ার আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আরাপপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ছেড়ে আসা একটি মোটরসাইকেলে শান্ত এবং টোটন টার্মিনালের দিকে যাচ্ছিলেন এসময় অপরদিক থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রাকের সাতে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটর সাইকেল চালক গুরতর আঘাত প্রাপ্ত হয়ে দুর্ঘটনা স্থলেই মৃত্যু বরণ করে এবং মোটর সাইকেলের আরহী টোটনকে দ্রুত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এরপর পর টোটনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার্ড করা হয়। পরে শনিবার ভোর ৪ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় টোটনের মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন। টোটন ও শান্তর মৃত্যুতে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্র দলের সভাপতি সোমেনুজ্জামান সোমেন শোক প্রকাশ করেছেন। নিহত দুই পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

মহান শহীদ দিবসে ঝিনাইদহে জাতীয় পতাকার অবমাননা

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার বিধান থাকলেও ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন স্থানে তা মানা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

শহরের একটি বেসরকারি ক্লিনিকে পতাকা স্ট্যান্ডের চূড়ায় উত্তোলন করা হয় পতাকা। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা কালো পতাকার নিচে উত্তোলন করা হয়েছে বলে দেখা গেছে। বিধিমেতাবেক জাতীয় শোক দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত

রাখলেও তা কখনই কালো পতাকার নিচেই যাবে না। কালো পতাকা ছোট স্ট্যান্ডে বাধতে হবে তা অবশ্যই জাতীয় পতাকার নিচেই থাকবে।

শহরের আরও কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও পতাকা অর্ধনমিত না রেখে পূর্ণ উচ্চতায় তোলা হয়েছে, যা আজকের জন্য অবমাননা কর। সচেতন নাগরিকরা বিষয়টি জাতীয় পতাকার অবমাননার শামিল হিসেবে দেখছেন। এব্যাপারে শামীমা ক্লিনিকের স্বত্বাধিকারী ডা.শামীমা সুলতানা বলেন আমাদের কাজের ছেলেটি বিষয়টি ভূল করেছে আমি এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি এখন নামিয়ে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি দেখভালের জন্য সচেতন মহল প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট শাখার সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

ঝিনাইদহে জমি রেজিস্ট্রি করতে গুনতে হয় অতিরিক্ত টাকা

জমি ক্রয়-বিক্রয় মানুষের জীবনের বড় বিনিয়োগগুলোর একটি। কিন্তু সেই জমি রেজিস্ট্রি করতে গিয়ে নির্ধারিত সরকারি ফি ছাড়াও অতিরিক্ত অর্থ গুনতে হচ্ছে ক্রেতা-বিক্রেতাদের।

এ ধরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে। দলিল লেখক, দালাল ও অফিস-সংশ্লিষ্ট কতিপয় অসাধু চক্রের কারণে জমি রেজিস্ট্রি প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে ব্যয়বহুল ও ভোগান্তিপূর্ণ।

জানা গেছে, জমির মূল্য ও সরকারি নির্ধারিত ফি অনুযায়ী রেজিস্ট্রি খরচ নির্দিষ্ট থাকলেও বাস্তবে তা দিতে হচ্ছে আরও কয়েকগুণ বেশি।

কখনো দলিল দ্রুত সম্পন্ন করা, কখনো নথি যাচাই বা সই নেওয়ার অজুহাতে নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থ। অনেক ক্ষেত্রে টাকা না দিলে ফাইল আটকে রাখা বা ভুলত্রুটি দেখিয়ে হয়রানি করা হয় জমির ক্রেতা- বিক্রেতাদের। দলিল লেখক সমিতির সভাপতি ওয়াজেদ আলী খার নেতৃত্বে একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে হরিণাকুণ্ডু সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রামরাজত্ব কায়েম করে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

এমনকি অফিসের সাব-রেজিস্ট্রারের নাম ব্যবহার করে এই অর্থ আদায় করা হলেও কোনো প্রতিকার পাচ্ছে না জমি ক্রেতা বিক্রেতারা।

সূত্র জানায়, রেজিস্ট্রি অফিসের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা- কর্মচারীদের নিয়ে দলিল লেখক সমিতির সভাপতি ওয়াজেদ আলী একটি চক্র গড়ে তোলে। চক্রটি ভুয়া দলিল রেজিস্ট্রিসহ নানা অনিয়ম করে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। চক্রটি যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন তাদের ব্যবহার করে থাকে ফলে অনেকে প্রকাশ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে মুখ খোলে না।

আদর্শ আন্দুলিয়া গ্রামের আব্দুল ওয়াহাব বলেন, ‘দালাল ছাড়া রেজিস্ট্রি অফিসে কোনো কাজই হয় না। আমার ৮ লাখ টাকা মূল্যের একটি জমি রেজিস্ট্রি করতে সরকারি ফি ছাড়াও অন্তত ৫০ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে। টাকা না দিলে কাজ হচ্ছিল না তাই বাধ্য হয়ে টাকা দিয়েছি।’

নারায়নকান্দি গ্রামের লিয়াকত আলী বলেন, ‘আমার শাশুড়ির নামে থাকা জমি স্ত্রীর নামে হস্তান্তরের পর বিক্রির সময় কাগজপত্রে নানা ত্রুটির কথা বলে অতিরিক্ত টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। সরকারি নির্ধারিত ফির বাইরে বড় অঙ্কের টাকা না দিলে এ অফিসে কোনো কাজ হয় না। রেজিস্ট্রির দিন বিপুলসংখ্যক মানুষ জমি রেজিস্ট্রি করতে এলে তাদের কাছ থেকে নানা অজুহাতে অতিরিক্ত টাকা আদায় করেন ওয়াজেদ আলীর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ চক্র। এ নিয়ে অনেকবার ইউএনও অফিসে জানিয়ে কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, ‘হরিণাকুণ্ডু- সাবরেজিস্ট্রি অফিসে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে তাৎক্ষণিক তদন্ত ও প্রশাসনিক নজরদারি জোরদার করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নইলে জমি রেজিস্ট্রির মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতে সাধারণ মানুষ হয়রানি ও অতিরিক্ত আর্থিক চাপের মুখে পড়তেই থাকবে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।’

অভিযোগের বিষয়ে দলিল লেখক সমিতির সভাপতি ওয়াজেদ আলী বলেন, ‘সারাদেশে যেভাবে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস পরিচালনা করা হয়। আমরা এখানে সেভাবেই পরিচালনা করে থাকি। অফিস পরিচালনার জন্য দাতা- গ্রহীতাদের কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা নেওয়া হয়।’

হরিণাকুণ্ডু সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের সাবরেজিস্টার মোমিন মিয়া বলেন, আমাদের এখানে সরকারি নির্ধারিত ফি ছাড়া অতিরিক্ত টাকা

নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কেউ এ ধরণের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিদারুল আলম বলেন, বিষয়টি শুনেছি। আমাদের পক্ষ থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মাসিক আইনশৃঙ্খলায় সভায় এ নিয়ে সকলকে সর্তক করা হয়েছে। আশা করছি শিগগিরই এ সমস্যার সমাধান হবে।’

নিয়মিত কর দিলেও মিলছে না শৈলকুপা পৌরসভার নাগরিক সুবিধা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌরসভা-এ মিলছে না প্রত্যাশিত নাগরিক সেবা। প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা হলেও সেবার মান যেন পরিষদের চেয়েও নিম্নমানের। শহরজুড়ে ভাঙাচোরা সড়ক। সামান্য বৃষ্টিতেই সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা, আর রাত নামলেই অন্ধকারে ডুবে যায় অধিকাংশ এলাকা। এর সঙ্গে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্ভোগ নিত্যদিনের সঙ্গী। পৌরবাসীর অভিযোগ, নিয়মিত কর পরিশোধ করেও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত সেবা।

জানা যায়, শৈলকুপা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালে। প্রায় ২২ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই পৌরসভার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। কিন্তু সেবার মান একেবারেই তলানিতে। পৌর এলাকা ঘুরে দেখা যায়, অনেক সড়কের পিচ অনেক আগেই উঠে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করছে ছোট-বড় যানবাহন। কোথাও আবার এখনো নির্মিত হয়নি পাকা সড়ক। কোথাও একযুগ আগে ইটের সলিং করা হলেও সেই রাস্তায় চলাচল করতে হচ্ছে চরম দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে। শুকনো মৌসুমে ধুলার কারণে পথচারী ও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছায়। আবার বৃষ্টি হলেই সড়কের খানাখন্দে পানি জমে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা।

পৌরবাসীর অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে বসবাস করলেও তারা ন্যূনতম নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত। ড্রেন তো দূরের কথা, অনেক এলাকায় নেই